সংবাদ

তারিখ ... 4 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তদন্তে সত্যতা প্রমাণিত হলেও

হাবিপ্রবির ছাত্রী নিপীড়ক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৮ মাসেও ব্যবস্থা নেই

চিত্ত ঘোষ, দিনাজপুর

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ক, মানসিক নির্যাতন ও অনৈতিক কাজে বাধ্য করার অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করার আট মাস অতিবাহিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে এখনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দোষী শিক্ষকের বিচারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্রমেই সোচ্চার হচ্ছে, উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ক্যাম্পাস।

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের এক সূত্র জানায়, ইংরেজি বিভাগের লেভেল-৩ এর শিক্ষক দীপক কুমার সরকার দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন অজুহাতে ছাত্রীদের তার চেম্বারে ডেকে নিয়ে কুপ্রস্তাব দেয়। বাধ্য করে অনৈতিক কাজে। প্রতিবাদ করলে মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে। মোবাইলে ঝগঝ এর মাধ্যমে কুপ্রস্তাব দেয়। এসব কাজে রাজি না হলে পরীক্ষায় ফেল করে দেয়া হবে হাবিপ্রবির : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

হাবিপ্রবির : ছাত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিযোগকারীদের মধ্যে একজন শিক্ষার্থী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'তাকে (শিক্ষক) খুশি করার জন্য অনৈতিক এবং অসৎ কাজ করবে না। শিক্ষকের উত্তর ছিল কখনো কখনো ভালো কিছু পেতে হলে এ ধরনের অনৈতিক এবং অসৎ কাজ করতে হয়।' শিক্ষক দীপক কুমার সরকার এভাবে ফাঁদ পেতে ৪ ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করেছে। অনৈতিক কাজের জন্য শিক্ষক দীপক কুমার সরকার বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন রানীগঞ্জ মোড় এলাকায় হতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে সকলের দৃষ্টির আড়ালে এখানে ওই শিক্ষক ছাত্রীদের নিয়ে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের আখড়া গড়ে তুলেন।

দিনের পর দিন ওই কুলাঙ্গার শিক্ষকের নিপীড়ন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলে বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের মা-বাবাকে বিষয়টি অবহিত করেন। শিক্ষার্থীদের মা-বাবা তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক মো. রুহুল আমীনের সাথে সাক্ষাৎ করে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করান। ভিসি অভিভাবকদের লিখিত অভিযোগ দেয়ার পরামর্শ অনুযায়ী দুই শিক্ষার্থী ২০১৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরে সোস্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস অনুষদের ডিন ড. ফাহিমা খানমের বরাবরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো. সাইফুর রহমান হাবিপ্রবি/সংস্থা/ই-২/২০০৫/৪২০৩, তারিখ-১৮/১০/২০১৬ স্মারকের অফিস আদেশে সোস্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস অনুষদের ডিন ড. ফাহিমা খানমকে সভাপতি, সহকারী প্রক্টর সফিকুল ইসলামকে সদস্য সচিব করে ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. বলরাম রায়, প্রক্টর প্রফেসর ড. এটিএম শফিকুল ইসলাম ও পরিচালক ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগ প্রফেসর ড. এসএম হারুন-উর রশীদ। অফিস আদেশে তদন্ত কমিটিকে ৭ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত সম্পন্ন করে হাবিপ্রবির কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেন। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটির একাধিক সদস্যের সাথে কথা বলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছেন তারা। সদস্য সচিব ও সহকারী প্রক্টর সফিকুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগের বিষয়গুলো সত্যতা পাওয়া গেছে বলে স্বীকার করেন।

হাবিপ্রবির উপাচার্য অধ্যাপক মো. রুহুল আমীনের মেয়াদ শেষ হয় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে। এরপর দীর্ঘ ৪ মাস হাবিপ্রবিতে উপাচার্যের পদ শূন্য থাকে নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মু. আবুল কাসেম চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে যোগদান করেন। নতুন ভিসির যোগদানের ৪ মাস অতিবাহিত হলেও এখনও তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দোষী শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। বরং ওই কুলাঙ্গার শিক্ষক দীপক কুমার সরকার নয়া উপাচার্যের খুব কাছের মানুষে পরিণত হওয়ায় জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের মাঝে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন শিক্ষক আশঙ্কা করছেন শেষঅবদি তদন্ত প্রতিবেদন ধামাচাপা দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে।

সর্বশেষ অবস্থা জানতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মু. আবুল কাসেমের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার মোবাইল ফোনে ০১৭১৩১৬৩৩০০ নম্বরে অসংখ্যবার কল দেয়া হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..............
তারিখ..............
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এস.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর